সমকাল

তারিখ 04 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সিলেট ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণে মরিয়া ৬ আওয়ামী লীগ নেতা

■ চয়ন চৌধুরী, *সিলেট ব্যুরো*

সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের বহুল প্রত্যাশিত সম্মেলন আজ শনিবার সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আসন্ন কমিটিতে শীর্ষ নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণে মরিয়া হয়ে চেষ্টা-তদবির করেছেন সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের ছয় নেতা। অতীতে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতার নেতৃত্বে নগরীতে এলাকাভিত্তিক সক্রিয় চার গ্রুপ সিলেটে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। এবার ওই চার গ্রুপের আশীর্বাদবঞ্চিত একটি অংশ মিলে মহানগর আওয়ামী লীগের শীর্ষ এক নেতার মদদে আরেকটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে। পুরনো গ্রুপের নেতারা আসন্ন কমিটিতেও তাদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে মরিয়া। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগের সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা। এ ছাড়া প্রধান বক্তা হিসেবে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম ও সম্মেলন বক্তা হিসেবে সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বাহাদুর বেপারী উপস্থিত থাকবেন।

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নাসির উদ্দিন খানের মদদপুষ্ট ছাত্রলীগের তেলিহাওর গ্রুপ, মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক আজাদুর রহমান আজাদ এবং যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক রণজিত সরকারের টিলাগড় গ্রুপ, মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলের দর্শন দেউড়ি গ্রুপ ও উপ-দপ্তর সম্পাদক বিধান কুমার সাহার কাশ্মীর গ্রুপ এতদিন সিলেট ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। এই গ্রুপগুলোতে একাধিক উপ-গ্রুপ থাকলেও জেলা ও মহানগর ছাত্রলীগের কমিটিতে সভাপতি-সম্পাদক পদে মূল গ্রুপের নেতাদের আশীর্বাদপুষ্টরাই ঠাঁই পেয়ে আসছেন। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য আগের জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বাতিলের পর বর্তমান কমিটিতেও একই ধারা বজায় রয়েছে। জেলা কমিটিতে তেলিহাওর গ্রুপ থেকে সভাপতি ও টিলাগড় গ্রুপ থেকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। আগের কমিটিতে ঠিক উল্টো ছিল পরিস্থিতি।

মহানগর কমিটির সম্মেলন আজ

একইভাবে মহানগর ছাত্রলীগের কমিটিতে দর্শন দেউড়ি গ্রুপ ও কাশ্মীর গ্রুপ সভাপতি-সম্পাদক পদ ভাগাভাগি করে নেয়। আজকের সম্মেলনেও ওই দুটি গ্রুপ নিজেদের মধ্যে শীর্ষ দুটি পদ ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। সম্মেলন সামনে রেখে কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মামুন-অর-রশিদ সিলেটে এসে ছাত্রলীগের নতুন কমিটিতে পদ-পদবি পেতে আগ্রহী দেড় শতাধিক ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

সিলেট ছাত্রলীগের নেতৃত্ব

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

নেতার জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। বিপুলসংখ্যক আগ্রহী নেতার জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করলেও সিলেটে ছাত্রলীগকে দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রণকারী আগের পাঁচ আওয়ামী লীগ নেতা ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে পদ-পদবি ভাগাভাগি করে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্দিন আহমদ নিজের আলাদা গ্রুপ নেই দাবি করে সমকালকে বলেন, দু-তিনটি গ্রুপের হাতেগোনা কয়েকজনকে নিয়ে কমিটি গঠন করলে অন্যরা যাবে কোথায়। পুরো নগরীতে ছাত্রলীগ কর্মীদের অবস্থান রয়েছে, তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করলে সংগঠন লাভবান হবে। এজন্য আমরা চাই সবাইকে নিয়ে একটি সুন্দর কমিটি, যারা পুরো নগরীতে সংগঠনকে ছড়িয়ে দেবে।

সম্মেলন সফলে গতকাল শুক্রবার নগরীর বন্দরবাজার থেকে স্বাগত মিছিল বের করা হয়। সম্মেলনকে সামনে রেখে সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়ে সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি রাহাত তরফদার বলেন, প্রকৃত ছাত্র, অবিবাহিত, সৎ, যোগ্য, মেধাবী ও পরীক্ষিত নেতারাই আগামী কমিটিতে ঠাঁই পাবেন বলে আশা করছি।

মহানগর ছাত্রলীগের আসন্ন কমিটিতে সভাপতি-সম্পাদক পদপ্রত্যাশী যারা : দর্শন দেউড়ি গ্রুপ থেকে আবদুল বাছিত রুম্মান, ইমদাদুল হক জাহেদ, কিশোয়ার জাহান সৌরভ, মইনুল ইসলাম, আবদুল হাই আল হাদি, জহিরুল ইসলাম রিপন; কাশ্মীর গ্রুপ থেকে ধনঞ্জয় দাস ধনু, রতীন্দ্র দাস, হোসাইন আহমদ সাগর, অপু আহমদ, তানভীর কবির সুমন; আমীর হোসেন; তেলিহাওর গ্রুপ থেকে মিজানুর রহমান মিজান, শহীদ আহমদ; টিলাগড় গ্রুপ থেকে দেলোয়ার হোসেন, কনক পাল অরূপ ও পীযূষ গ্রুপ থেকে ইমরান খান, সজল দাস অনিক, তপু দেব। এ ছাড়া মহানগর আওয়ামী লীগ নেতার মদদে গঠিত নতুন গ্রুপ থেকে তোফায়েল তালুকদার, আবদুল আলিম তুষার ও সাইফুল ইসলামের নাম আলোচনায় রয়েছে।